জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা - নভেম্বর ২০০৬/০১

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* মায়ানমারে মানবাধিকার বিষয়ে অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তার ওপর আনানের গুরুত্বারোপ
* জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে অবশ্যই আফ্রিকায় এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা হতে হবে: জাতিসংঘ প্রতিবেদনে মত প্রকাশ
* গাজায় সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আনানের 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ
* জাতিসংঘ কর্মকর্তার ইন্টারনেটে সমসুযোগ লাভের ওপর গুরুত্বারোপ
* বাহরাইন : মানব পাচার বিশেষজ্ঞের তথ্য অনুসন্ধান সফরের পর মিত্র প্রতিবেদন প্রদান

মায়ানমারে মানবাধিকার বিষয়ে অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তার ওপর আনানের গুরুত্বারোপ

৭ নভেম্বর- জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক সংস্কার এবং জাতীয় আপোষ মীমাংসার মত ইস্যুগুলোতে মায়ানমারের "দৃশ্যমান অগ্রগতি" অর্জনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বৃহস্পতিবার থেকে রোববার দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার এ দেশটিতে জাতিসংঘ উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক কর্মকর্তার সফরের কথা ঘোষণা করার সময় তিনি একথা বলেন।

জনাব আনান তার মুখপাত্রের মাধ্যমে জানান, সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা প্রদান ম্যান্ডেটের অধীনে ও মায়ানমার সরকারের আমন্ত্রণে রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত অধস্তন মহাসচিব ইব্রাহিম গাম্বারি ৯-১২ নভেম্বর মহাসচিবের দুত হিসেবে মায়ানমার সফর করবেন।

মহাসচিব বলেন, জাতিসংঘ ও মায়ানমারের মধ্যেকার সহযোগিতাকে শক্তিশালী করার সংলাপের অংশ হিসেবে এ সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি আরো জানান, জনাব গাম্বারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। মে মাসে তার প্রথম সফলকালে তিনি যাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন তাদের সবার সাথে তিনি এবারও দেখা করবেন। সে সময়ে জনাব গাম্বারি দেশের সবচেয়ে স্বনামধন্য গণতন্ত্রের প্রবক্তা দাও অং সান সুচির সাথে দেখা করেছিলেন।

তার দুতকে আমন্ত্রণ জানানোয় ধন্যবাদ জানিয়ে জনাব আনান বলেন, তার অব্যাহত সম্পৃক্ততাকে তখনই মুল্য দেওয়া হবে যখন মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক সংস্কার এবং জাতীয় আপোষ-মীমাংসার মত গুরুত্বপুর্ণ ইস্যুগুলোতে প্রকৃত অগ্রগতি অর্জিত হবে।

জনাব আনান মিজ সু'চির মুক্তির জন্য বারংবার আহ্বান জানান। সু'চি গত ১৬ বছরের মধ্যে ১০ বছরই গৃহবন্দি অবস্থায় কাটাচ্ছেন। মে মাসে সফরের সময় জনাব গাম্বারি শুধু সু'চির সাথেই সাক্ষাৎ করেননি, তার ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) দলের সদস্যদের সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি বলেন, তার মনে হচ্ছে একঘরে হয়ে যাওয়া মায়ানামার সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে সংলাপে বসতে আগ্রহী।

জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে অবশ্যই আফ্রিকায় এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা হতে হবে: জাতিসংঘ প্রতিবেদনে মত প্রকাশ

৬ নভেম্বর- নাইরোবিতে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন উদ্বোধনকালে কেনিয়ার পরিবেশ মন্ত্রী কিভুমা কিবওয়ানা সতর্ক করে দিয়ে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন দারিদ্র বিমোচনে আমাদের অর্জনকে ঝুঁকির সম্মুখীন করতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে প্রকৃত পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করতে তিনি রাষ্ট্রসমুহের প্রতি একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

জনাব কিবওয়ানা, যিনি এ সম্মেলনের সভাপতির পদও অলংকৃত করেছেন, বলেন,মানব জাতি এ পর্যন্ত যত সমস্যার মোকাবেলা করেছে তার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন অতি দ্রুত এক বড় হুমকি হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

দু'সপ্তাহের এই বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য ১৭৮টি দেশের প্রায় ৫,০০০-এর বেশি অংশগ্রহণকারী বর্তমানে নাইরোবিতে অবস্থান করছেন। এ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাওয়ানো, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নিগর্মণ হ্রাসে বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন, এবং কিয়োটো পরবর্তী সহযোগিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হবে। ২০১২ সাল নাগাদ কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক চুক্তি কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত ১৮৯টি রাষ্ট্রের এটি ১২তম সম্মেলন এবং কিয়োটো প্রটোকলের অন্তর্ভুক্ত ১৬৬টি পক্ষের এটি দ্বিতীয় বৈঠক। আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে জাতিসংঘ জলবায়ু সংক্রান্ত এটি প্রথম শীর্ষ সম্মেলন।

জনাব কিবওয়ানা আশংকা প্রকাশ করে বলেন, বিশেষত আফ্রিকার দরিদ্রতম সম্প্রদায়গুলোর ক্ষেত্রে দারিদ্র বিমোচনে সম্প্রতি আমাদের অর্জিত অগ্রগতি আগামী দশকগুলোতে বিপন্ন হতে পারে। তিনি আরও বলেন, যেসব দুর্লভ সম্পদ আরো বেশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত আবশ্যকীয় প্রকল্পগুলোতে ব্যবহার করা যেত সেগুলো তার পরিবর্তে স্বাস্থ্য সেবার সমস্যা, পানির ঘাটতি বা খাদ্য মজুত হ্রাসের মত জরুরি সমস্যার মোকাবেলায় ব্যবহার করা হতে পারে।

ইউএনএফসিসিসি-এর নির্বাহী সচিব প্রভাব, বিপন্নতা ও অভিযোজন বিষয়ক পঞ্চ বার্ষিকী কর্ম পরিকল্পনার অধীনে যেসব বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হবে সেগুলোর ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আমরা আশা করি নাইরোবিতে রাষ্ট্রসমূহ এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যা মাঠ পর্যায়ে অভিযোজন বিষয়ক কার্যক্রমকে বৃদ্ধি করবে। তিনি আরও বলেন, নাইরোবিতে বৈঠকরত মন্ত্রীরা অভিযোজন তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে ঐক্যমত পৌছানোর সুযোগ পাবেন।

গাজায় সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আনানের 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ

৩ নভেম্বর- ইসরাইলি অভিযানের ফলে গাজার উত্তরাংশে মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি ইসরাইলের প্রতি 'বর্তমান গুরুতর পরিস্থিতিকে আরো বেশি নাজুক করা' থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান এবং ফিলিস্তিনি বন্দুকধারীদের প্রতি ইসরাইলি বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে রকেট হামলা বন্ধের আহ্বান জানান।

তার মুখপাত্র কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জনাব আনান বলেন, ঘনবসতিপুর্ণ এলাকায় সামরিক অভিযান চালালে বেসামরিক লোকজনের মৃত্যু ঘটবেই, এবং এ অভিযানেও বেশ কিছু বেসামরিক নাগরিক নিহত ও আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে নারী ও অন্তত একজন ফিলিস্তিনি শিশু রয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয় মহাসচিব ইসরাইলের প্রতি সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের, বেসামরিক জনগণকে রক্ষার সর্বোচ্চ চেষ্টা করার এবং বর্তমান নাজুক পরিস্থিতিকে আর বৃদ্ধি না করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি ফিলিস্তিনি বন্দুকধারীদের প্রতি ইসরাইলি বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে রকেট হামলা বন্ধেরও আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, সংশি-ষ্ট সকলের মনে রাখা উচিত অব্যাহত সহিংসতা এ অঞ্চলের একটি ন্যায়সঙ্গত ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্বেষণকে আরো বেশি কঠিন করে তুলবে।

ফিলিস্তিনি শরণার্থী বিষয়ক জাতিসংঘ ত্রাণ ও কর্ম সংস্থা (আনরূ) সতর্ক করে দিয়ে বলে, ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের ঘনবসতিপুর্ণ এলাকায় ইসরাইলি অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। আনরূ-এর স্কুলে অধ্যায়নরত এখানাকার ১৩,০০০-এর বেশি শিক্ষার্থী এবং এ সংস্থার ৪০০-এর বেশি কর্মী এ অভিযানের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

জাতিসংঘ কর্মকর্তার ইন্টারনেটে সমসুযোগ লাভের ওপর গুরুত্বারোপ

২ নভেম্বর– বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটের সকল দিক সম্পর্কে নিবিড় কর্মশালা, সেমিনার ও আলোচনার পর আজ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের প্রথম বৈঠকের সমাপ্তি ঘটে। শেষ দিনে জাতিসংঘের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ১,২০০ অংশগ্রহণকারীর উদ্দেশ্যে বলেন বিশ্ব ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠাই এ নতুন প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার অন্যতম উপায়।

এথেন্সে চার দিনের এ বৈঠকের সমাপ্তি দিনে ইন্টারনেট শাসন বিষয়ক মহাসচিবের বিশেষ উপদেষ্টা নিতিন দেশাই বলেন, ইন্টারনেট সকলের জন্য অভিগম্য, ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ হওয়া উচিত। এ বৈঠকে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, প্রবেশাধিকার, বহু ভাষাভাষিত্ব, সাইবার অপরাধ এবং আরো অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

তিনি বলেন, এ বৈঠকের মুল বিষয় ছিল ন্যায়সঙ্গতা। এতে আটটি মুল অধিবেশন ও ৩০টিরও বেশি কর্মশালার আয়োজন করা হয় এবং এসব অধিবেশন ও কর্মশালায় সরকার, তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা (এন.জি.ও.) এবং ইন্টারনেট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

জনাব দেশাই আরো বলেন, এ সমস্ত আলোচনাই ন্যায়সঙ্গতাকে কেন্দ্র করে, অভিগম্যতার ন্যায়সঙ্গতার প্রসঙ্গটি এসেছে যা আমাদেরকে সমাধান করতে হবে। এ ফোরামের পরবর্তী বৈঠক ২০০৭ সালের নভেম্বরে রিও ডে জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত হবে।

চার দিনের এ বৈঠকের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ইন্টারনেটের ‘জন কল্যাণ’ প্রকৃতি ও বাজারের শক্তিগুলোর ওপর নির্ভরতার মধ্যকার দ্বন্দ।

অংশগ্রহণকারীরা বলেন, ইন্টারনেট এমন এক মাধ্যম যেখানে অভিনব কিছু সৃষ্টি হয়ে থাকে তাই এমন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যেখানে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকবে না এবং অভিনব কিছু সৃষ্টির সুযোগ থাকবে। জনাব দেশাই বলেন, অন্যথায় এ মাধ্যমটির বিকাশ থেমে যাবে।

এ ফোরাম কোন সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী সংস্থা নয়। তথ্য সমাজের (ডাবি-উ.আই.এস.) ২০০৩ ও ২০০৫ বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন থেকে এ ফোরামের উৎপত্তি। এ সময়ে ইন্টারনেট শাসন সংক্রান্ত বিতর্কিত বিষয়টি ছিল অন্যতম আলোচ্য বিষয়। ফলে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ মহাসচিব কফি আনানকে এ ফোরাম প্রতিষ্ঠার জন্য বলেন।

সোমবার এ ফোরামের উদ্বোধনকালে জনাব আনান তার ভাষণে বলেন “সারাবিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০০ কোটির বেশি এবং এ সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রায় প্রতিটি দেশের অর্থনীতি ও প্রশাসনের জন্য ইন্টারনেট খুবই গুরুত্বপুর্ণ, এমনকি সেসব দেশের জন্যও যাদের সরকার এ ব্যাপারে আগ্রহী নয়।

বাহরাইন : মানব পাচার বিশেষজ্ঞের তথ্য অনুসন্ধান সফরের পর মিত্র প্রতিবেদন প্রদান

১ নভেম্বর– বাহরাইন মানব পাচার রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তার আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য তাকে আরো অনেক কিছু করতে হবে। চারদিনের তথ্য অনুসন্ধান সফর শেষে এক স্বাধীন জাতিসংঘ মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ আজ একথা জানান।

মানব পাচার, বিশেষত নারী ও শিশু পাচার সংক্রান্ত জাতিসংঘের বিশেষ র‌্যাপটিয়ার সিগমা হুদা মানব পাচারকে একটি সমস্যা হিসেবে স্বীকার করায় এবং সমন্বিত পাচারবিরোধী আইনের খসড়া বিল প্রণয়ন করায় বাহরাইনের প্রশংসা করেন। শীঘ্রই এ বিল আইনে পরিণত হতে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, কিছু নারীসহ উলে-খ্যযোগ্য সংখ্যক মানুষ বাসা বাড়িতে, হোটেল কক্ষে বা শ্রমিক শিবিরগুলোতে কাজ করার জন্য এদেশে পাচার হয়ে আসছে যাদের দুর্ভাগ্য সমাজের বৃহত্তর অংশের অজানাই রয়ে যাচ্ছে। তিনি আরো দেখতে পান দুর্ব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে

অভিযোগকারীর ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগেরও অভাব রয়েছে।

তিনি বলেন, যেসব গৃহ পরিচারিকারা শোষণ ও নিপীড়ণের শিকার হয়ে পালিয়ে যায় তারা প্রায়শই আবার পুনরায় এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হয়। অনেক ক্ষেত্রেই নির্যাতিতদের দেশে থেকে ফেরত পাঠানোর পূর্বে বন্দি শিবিরে আটকে রাখা হয়, অন্যদিকে অপরাধীরা আইনের হাত থেকে বেঁচে যায়। শোষিত নিপীড়িতদের জন্য সরকারের নিরাপদ আবাস তৈরিকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে উলে-খ করে তিনি বলেন, সমস্যার ব্যাপকতার তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। বাহরাইনকে এ ধরনের আরো বেশি সংখ্যক নিরাপদ আবাস তৈরি করতে হবে।

মিজ হুদা বিশেষত ৩ লক্ষ গৃহ পরিচারিকার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন যাদের প্রায় ৫০ হাজারই নারী। যেসব অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে শিশুদের বয়স জাল করে তাদের স্বদেশী ও বাহরাইনের সংস্থাগুলো তাদেরকে এসব কাজে নিযুক্ত করে থাকে তিনি তাদের সম্পর্কেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

কিছু ‘মনরঞ্জনকারী’ বা ‘শিল্পী’ বাহরাইনে এসে শেষ পর্যন্ত পতিতাবৃত্তিকে বেছে নেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে মিজ হুদা প্রেরণকারী রাষ্ট্রসমুহের কনসুলেটদের প্রতি তাদের নাগরিকদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য সমন্বিত প্রতিরক্ষা কর্মসুচি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

বিশেষ র‌্যাপোর্টিয়্যার হল অবেতনভুক্ত স্বাধীন উপদেষ্টা বিশেষজ্ঞ যিনি মানবাধিকার কাউন্সিল থেকে ম্যান্ডেট পেয়ে থাকেন এবং সাধারণ পরিষদের নিকট নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রতিবেদন জমা দেন।

** ** **